بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০৮/০১ | বৃহস্পতিবার, ২৩ শা'বান, ১৪৪১ হিজরী | ১৬/০৪/২০২০ ইং

দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের প্রতি খোলা চিঠি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় কোভিড-১৯ মহামারীর মতো যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক সংকট শাসকগোষ্ঠী এবং তার সহযোগী পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য জনগণের সম্পদ ও অর্থ লুট করার সুবর্ণ সুযোগ

এই মুহূর্তে জনগণের জন্য জরুরী ইসলামী আদর্শিক ব্যবস্থা - খিলাফত রাষ্ট্র, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: "ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন অভিভাবক এবং তিনি তার নাগরিকদের জন্য দায়িত্বশীল" [বুখারী]

ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রসমূহ যে কতটা ভঙ্গুর, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীতে সমগ্র বিশ্ববাসী তা প্রত্যক্ষ করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও মারাত্মক বিপদ ও দুর্দশার একেবারে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এধরনের বিপর্যয় মানব ইতিহাসে একেবারে নতুন কিছু নয়, তবে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে এটি ধর্মনিরপেক্ষ বৈশ্বিক আদর্শকে ব্যাপকভাবে নাঁড়া দিয়েছে, এবং এর লোভী ও কুৎসিত চরিত্রকে বিভিন্ন দিক দিয়ে উন্মোচিত করেছে। বাংলাদেশের জনগণও এই মহাবিপদ মোকাবিলার বিষয়ে হাসিনা সরকারের নিদারুণ অবহেলা ও অব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করেছে। তবুও তারা আশা করেছিল, করোনাভাইরাস আঘাত হানার পূর্বে ইতিমধ্যেই জীবন যুদ্ধে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া কোটি কোটি মধ্যম ও নিম্ন আয়ের এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্বল মানুষের জীবন রক্ষার্থে সে নূন্যতম হলেও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অথচ, জনসাধারনের জান-মাল রক্ষার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না দিয়ে ৯৫ হাজার ৬১৯ কোটি টাকা (১.১২ বিলিয়ন ডলার যা জিডিপি'র প্রায় ৩.৩ শতাংশ) করোনাভাইরাস ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণার মাধ্যমে বর্তমান সরকার তার সহযোগী পুঁজিপতি শ্রেণীর বিশ্বস্ত অভিভাবক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এছাড়াও, করোনাভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীদের চিকিৎসার জন্য যখন ডাক্তার ও নার্সগণ সুরক্ষা উপকরণের (যেমন: পিপিই) জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছিলেন, তখন তাদেরকে আক্রমণ করে শেখ হাসিনা জনগণের স্বার্থ ও সুরক্ষার প্রতি তার অবহেলা ও উদাসীনতার বিষয়টিও গোপন করার চেষ্টা করেনি। তবে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর এ জাতীয় অপরাধমূলক মানসিকতা নতুন কিছু নয়! এই নজিরবিহীন অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে যখন কিছু দল ও গোষ্ঠী সরকারের এই প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের ব্যবচ্ছেদ করছে কিংবা সরকার ও দেশবাসীকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য এগুলোর বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করছে, এবং সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলা অন্যান্যরা এই উদ্যোগ সম্পর্কে অনাস্থা জ্ঞাপন করে সমস্যা থেকে মুক্তির নিমিত্তে কিছু জোড়াতালি দেয়া সমাধান উপস্থাপন করছে, এমতাবস্থায় আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ** এ বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণ এবং প্রস্তাবিত সমাধান আপনাদের নিকট উপস্থাপন করছি। আমরা আহ্বান জানাই, আপনারা আমাদের বিশ্লেষণকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করুন এবং তদানুযায়ী সঠিক পদক্ষেপ নিন।

প্রথমে এবং সর্বাগ্রে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে শাসনব্যবস্থা (অর্থাৎ, ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদ) হতে আলাদা করে এবং বাস্তবায়িত ব্যবস্থাটিকে আলোচনার বাইরে রেখে তার উদ্যোগের সমালোচনা করা হলে সেটা হবে একটি ত্রুটিযুক্ত চিন্তাভাবনা। বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী এবং সচেতন নাগরিক এখন বলছেন এই প্রণোদনা প্যাকেজটি কেবল ধনী ও বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোকে পুরস্কৃত করবে এবং এতে বরাদ্দকৃত অর্থ দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে পড়বে না। কিন্তু এই বিশ্লেষণটি আমাদেরকে পুরো চিত্র প্রদান করে না, আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত , সমস্যার 'মূল' স্বয়ং আওয়ামী লীগ (কিংবা বিএনপি বা অন্যকোন মুলধারার দল) নয়, বরং এধরনের দল হচ্ছে 'মূল' কারণের, অর্থাৎ 'পুঁজিবাদের' উপসর্গ। যখন আমরা কোন সংকট কাটিয়ে ওঠার সমাধান খুঁজে বের করতে চাই তখন অবশ্যই আমাদের সমস্যার 'মূল' কারণটিকে শনাক্ত করতে হবে, এবং যেহেতু এসব উপসর্গগুলো সমস্যার 'মূল' কারণ নয়, সেহেতু এগুলোর পিছনে আমাদের শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা অর্থহীন। অতএব, যখন আমরা বলছি করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ফলে বর্তমান বিশ্ব যে অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তার মূল কারণ হলো পুঁজিবাদ, ঠিক তখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি, তথাকথিত উন্নত, উন্নয়নশীল, ও অনুন্নত পুঁজিবাদী আদর্শের অনুসারী দেশসমূহের সকল সরকার সমাজের অভিজাত শ্রেণীকে সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে পঁচে যাওয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। সুতরাং, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে যা করছে (কোম্পানীগুলোকে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, যারা ইতিপূর্বে ব্যাংকের ব্যাপক অর্থ লুট করেছে) তা কেবলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বা ই.ইউ-এর নীতিসমূহের অন্ধ অনুসরণ, অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে দুর্দশার মধ্যে নিপতিত করে প্রথমেই পুঁজিপতিদের স্বার্থ ও মুনাফাকে সুরক্ষিত করা। পরিবার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ মূলত 'ওয়াল স্ট্রীট'-এর জন্য ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের 'বেইলআউট' নীতি বাস্তবায়ন করছে, যেভাবে এটি ২০০৮ সালে 'বেইলআউট'-এর মাধ্যমে বৃহত্তম গ্রুপ ওয়াল স্ট্রীট ব্যাংকসমূহ, যেমন: সিটিগ্রুপ, মর্গান স্ট্যানলে এবং মেরিল লিঞ্চকে এই যুক্তি দিয়ে রক্ষা করেছিল যে, এধরনের ঋণ আমেরিকার কর্মী ও কোম্পানীগুলোকে উপকৃত করবে, অথচ আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের বাড়িঘর ও চাকুরী হারাতে, এবং বহু ভোগান্তি সহ্য করতে দেখেছি। আর, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে এধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাসমূহ "ট্রিকেল-ডাউন-ইকোনমিক্স" তত্ত্বের নামে সর্বদাই পুঁজিপতিদের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়, যাতে

এটি প্রতিষ্ঠা করা যায়, পুঁজিপতি শ্রেণীর দেখভাল করলে তাদের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদ নিচে নেমে পর্যায়ক্রমে গরিব জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে যাবে।

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে পুঁজিবাদী আদর্শের অনুসারী সকল সরকার বিগত দিনগুলিতে সমাজের পুঁজিপতি শ্রেণীর খুব ভালো দেখভাল করেছে, যার ফলে বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে অধিকতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পরিসংখ্যান দেখা গিয়েছে, যদিওবা বর্তমানে আয় বৈষম্যের পরিমাণ সর্বকালের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, কারণ এই অর্থনীতিতে শ্রমিক শ্রেণী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অধিক উৎপাদনশীল আয়-কর্মসংস্থান কর্মকান্ডের খুবই সীমিত সুযোগ বিদ্যমান। 'ট্রিকেল ডাউন' প্রভাবের নামে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেবলমাত্র সম্পদ উৎপাদন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে, এবং সম্পদের বন্টনকে মুক্তবাজারের তথাকথিত "অদৃশ্য হাত"- এর উপর ছেড়ে দেয়, অথচ বাস্তবে অভিজাতদের সেবায় নিয়োজিত এই "অদৃশ্য হাত" কেবল বাংলাদেশের বিত্তশালী শ্রেণীকে আরো ধনী হতে এবং দরিদ্রদেরকে আরো দরিদ্র হতে সাহায্য করেছে; এবং 'ওয়ার্ল্ড আল্ট্রা ওয়েল্থ রিপোর্ট ২০১৯' এই সত্যতার প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে, বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান দেশসমূহের তালিকার মধ্যে বাংলাদেশ সম্পদশালী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে (দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১৯শে জানুয়ারি, ২০১৯)। সুতরাং, এই 'বেইলআউট' প্যাকেজ পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল দর্শনের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, এটা ভালোভাবে লক্ষ্য করা উচিত, কোভিড-১৯ কিংবা যেকোন জাতীয় সংকট প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী অভিজাত শ্রেণীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই জাতীয় সংকটের সময়ে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা ও ক্রমহ্রাসমান ক্রয়ক্ষমতার মতো সমস্যার সাথে লড়াইয়ে কেবলমাত্র নিম্ন আয়-স্তরের জনগণ বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়, অথচ বিত্তশালীরা পুঁজিবাদের সহায়তায় জনগণের সম্পদ লুট করার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে এ ধরনের সংকটকে ব্যবহার করে। এবং এটিই আমরা পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোতে প্রত্যক্ষ করেছি। ২০০৮ সালে আর্থিক সংকটের পর থেকে বিশ্বে কোটিপতিদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৪৫ জনে উন্নীত হয়েছে- এবং তারা পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ ধনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে (উৎস: money.cnn.com, ২৯/১০/২০১৪)। এবং এবারও যখন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমগ্র ইউরোপ ২০০৮ সালের নীলনকশা অনুসরণ করছে, তখন হাসিনার সরকারও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনগণের অর্থে একই ধরনের 'বেইলআউট' প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। অতএব, এখন আমাদের সরকার একদিকে পুঁজিবাদী অভিজাত শ্রেণীর কর মওকুফ করবে ও তাদের কর্পোরেশনগুলোকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করবে, আর অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর জন্য অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিয়ে জনগণকে কেবল মিথ্যা আশা প্রদান করবে, তাদের দুর্ভোগ লাঘবের দিকে নজর দেয়াতো বহু দূরের বিষয়। খাদ্যের অভাবে ও সকল প্রকার আয়-উপার্জন বন্ধ হয়ায় বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন চলছে হাহাকার, তখনই আমরা দেখছি লোক দেখাতে সামান্য কিছু ত্রাণ বিতরণ ও এর পাশাপাশি চলছে ত্রাণের চাল লুটের মহা উৎসব।

বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের লোভী পুঁজিবাদী রাজনীতিবিদগণ ১৯৭৪ সালের মহাদুর্ভিক্ষের চরম সংকটের সময়ে প্রথমবারের মতো জনগণের অর্থ লুট করার স্বাদ পেয়েছিল। আর তখন থেকেই পুঁজিপতিদেরকে অর্থনৈতিক দায়মুক্তি দেয়ার সংস্কৃতি চালু হয়, সেসময়ে তারা খাদ্যশস্য মজুদ ও ব্যাংক লুট, এবং বাংলাদেশী মুদ্রা, খাদ্যশস্য, কাঁচা পাট ও প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যাদি ভারতে পাচারের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা সুসংহত করে নেয়, যার ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর অবর্ণনীয় দুর্ভোগ নেমে আসে এবং বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। এটি তৎকালীন আওয়ামী সরকারের অনিবার্য পতনকে আরো শক্তিশালী করেছিল। বর্তমানে শেখ হাসিনাও একদিকে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে খাদ্য, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ভয়াবহ দুর্দশা ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চলেছে (আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে উদ্ধার করুন!), এবং অপরদিকে দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতিবিদ ও গুটিকয়েক পুঁজিপতি লুটেরাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।

উপরন্তু, এই ধরণের সংকটের সময়ে মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহের পুতুল শাসকগণ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই.এম.এফ) এবং বিশ্বব্যাংকের মতো কুখ্যাত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পুঁজিবাদী উপনিবেশবাদীদেরকে তাদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দেয়। হাসিনা সরকারের মতো পুতুল সরকারগুলোর সম্মতিতে এসব প্রতিষ্ঠান কঠিন ও অবমাননাকর শর্তে ঋণ প্রদান করে, যা পরিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্বাসরোধ করে তোলে। যদিও নিষ্ঠাবান অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিগণ বারবার এই সংস্থাগুলির মৃত্যুফাঁদ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছে যে, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উপনিবেশিক ঋণদাতাদেরকে 'বেইলআউট' করা (ঋণগ্রহীতা জাতির জনগণকে নয়), তবুও হাসিনা সরকার আই.এম.এফ এবং বিশ্বব্যাংকের কাছে যথাক্রমে ৭৫০ মিলিয়ন ও ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণের জন্য আবেদন করেছে, যা মূলত পুঁজিবাদী অভিজাত শ্রেণী ও তাদের কর্পোরেশনগুলোকে রক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধের আশায় বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষকে গৃহবন্দী করে ফেলা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে সংকট মোকাবিলায় সফলতার পরিবর্তে বিশ্ব অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বাংলাদেশের পুঁজিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা সরকারও মহামারী মোকাবিলায় একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে, এবং সকল নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তাসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা না করে জনগণকে চরম দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এই করোনা ভাইরাস বিপর্যয় এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যর্থতার মধ্যে আমরা হিযবুত তাহ্‌রীর, দেশের সমস্ত নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, এবং বুদ্ধিজীবিদেরকে এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র বিকল্প - দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদাহ্ ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে মানবজাতিকে উদ্ধারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানাচ্ছি, যে খিলাফত রাষ্ট্র ইসলামের অনন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য, সম্পদ সৃষ্টি, ন্যায়সঙ্গত বন্টন ও সত্যিকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতি (ত্রুটিযুক্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে) সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করবে, এবং পুঁজিবাদ যে সমস্ত দুর্নীতি ও বৈষম্য আনয়ন করেছে তার অবসান ঘটাবে। আমরা সেই খিলাফত রাষ্ট্রের কথা বলছি যা ছিল বহু শতাব্দী ধরে বাস্তবায়িত এবং বহুল পরীক্ষিত।

ইসলাম মহামারী মোকাবিলা করতে গিয়ে অর্থনীতিকে পঙ্গু এবং জনজীবনকে স্থবির করে ফেলে না, বরং ইসলামের বিধান হচ্ছে, শুরুতেই উৎপত্তিস্থলে মহামারীকে আবদ্ধ করে ফেলার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সেখানকার নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তাসহ সকল ধরনের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করা, আর এটা নিশ্চিত করা যাতে সেখানকার অধিবাসীগণ তথায় অবস্থান করে ও সেস্থান হতে অন্য কোথাও গমন না করে এবং অন্য অঞ্চলের মানুষও যাতে সেখানে প্রবেশ না করে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, *"যদি কোন শহরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তবে সেখানে বসবাসরত প্রতিটি ব্যক্তি তথায় অবস্থান করবে, এবং উক্ত শহর পরিত্যাগ করবে না, বরং ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পুরস্কারের আশা করবে, এবং সে জানে যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার জন্য যেটা নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটা ব্যতীত অন্যকোন কিছুই তার উপর আপতিত হবে না, অতঃপর সে সেই পুরস্কার পাবে যা একজন শহীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।"* [বুখারী]। রাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ কাজ করবে ও উৎপাদন অব্যাহত রাখবে। রাষ্ট্র অসুস্থদেরকে চিহ্নিত করে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করবে এবং বিনা খরচে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। অন্যদিকে সুস্থ ব্যক্তিগণ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও সামাজিক জীবন অব্যাহত রাখবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, *"ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন অভিভাবক এবং তিনি তার নাগরিকদের জন্য দায়িত্বশীল" [বুখারী]।* খিলাফত রাষ্ট্রের প্রধান খলিফা নাগরিকদের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল হিসেবে কিভাবে মহামারী কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আগত অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলা করেছেন, সে সম্পর্কে আমরা আপনাদেরকে খিলাফত রাষ্ট্রের গৌরবময় ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই - ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সময়ে যখন আরব অঞ্চল গুরুতর খরার শিকার হয়েছিল, তখন তিনি অন্যান্য সমৃদ্ধশালী উলাই'য়াহ্ (প্রদেশ) থেকে খাদ্যশস্য ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন, এবং প্রত্যেকটি দরিদ্র পরিবারে সেগুলো বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুর্ভিক্ষ চলাকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে খাবার রান্না করা হতো এবং মরুভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মদিনায় আশ্রয় নেয়া লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় খরচে প্রতিদিন খাওয়ানো হতো। নিজস্ব সম্পদের পরিমান বিবেচনায় উমর (রা.) সুস্বাদু খাবার খাওয়ার সামর্থ্য রাখতেন, তবে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতদিন দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হবে ততদিন তিনি কেবলমাত্র সে ধরনের খাবারই খাবেন যা একজন সাধারন আরবের কাছে সহজলভ্য ছিল। পুষ্টিহীন খাবার খাওয়ার ফলস্বরূপ তার শরীরের রং আরো কালো হয়ে গিয়েছিল। তার পেট যখন গুড়গুড় শব্দ করছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "হে পেট, তুমি যত খুশি গুড়গুড় করতে পার, কিন্তু যতদিন দুর্ভিক্ষ অব্যাহত থাকবে ততদিন আমি তোমাকে কোন সুস্বাদু খাবার দিতে পারি না"। ইসলাম এ জাতীয় শাসকদেরই জন্ম দিয়েছিল। পঁচে যাওয়া পুঁজিবাদী শাসকদের মতো তিনি (রা.) গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে পুঁজিবাদী কর্পোরেশনগুলোকে রক্ষার জন্য কোন ধরনের প্যাকেজ ঘোষণা করেননি। বরং তিনি রাষ্ট্রের কোষাগারে সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকদেরকে সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। **খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৫ অনুসারে, খলিফার উপর এটি ফরজ যে, তিনি রাষ্ট্রের বায়তুল মালের (ট্রেজারি) তহবিল ব্যবহার করে কিংবা প্রয়োজনে মুসলিম সম্পদশালী নাগরিকদের উপর বিশেষ কর আরোপ করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তার নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা এবং শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদাসমূহ নিশ্চিত করবেন।**

পরিশেষে, পুঁজিবাদ হতে সৃষ্ট এই কৃত্রিম সংকট থেকে উত্তরণের জন্য খিলাফতের অধীনে আমাদের পুরোপুরি একটি ভিন্ন অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, যেটি 'কাগুজে মুদ্রা ব্যবস্থা' বিলুপ্ত করে স্বর্ণ ও রৌপ্যভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনবে। খিলাফতের অর্থনীতি কেবলমাত্র 'প্রকৃত অর্থনীতি'র মাধ্যমে সম্পদ ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে, এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির সুদভিত্তিক অনুমাননির্ভর 'আর্থিক অর্থনীতি' (যেমন: শেয়ার এবং বন্ড মার্কেট) নির্মূল করবে। খিলাফতের 'প্রকৃত অর্থনীতি' কৃষি ও প্রকৃত পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মতো কল্পিত 'অদৃশ্য হাতের' উপর সম্পদ বিতরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অর্পণ করে কেবল সম্পদ সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করা খিলাফতের কাজ নয়, বরং খিলাফত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সমস্ত মৌলিক চাহিদা পুরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, সম্পদের ন্যায্য বিতরণ নিশ্চিত করতে শারী'আহ্ নির্ধারিত অন্যান্য দিক-নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি খিলাফতের 'রাজস্ব নীতি' সকল ধরনের পুঁজিবাদী কর (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করসমূহ, যেমন: আয়কর, ভ্যাট, আবগারি শুল্ক, ইত্যাদি) নির্মূল করবে; এবং কেবল 'সম্পদের' উপর কর আরোপ করবে, 'আয়ের' উপরে নয়, যা অর্থনীতিকে গতিশীল করবে এবং সত্যিকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে পরিচালিত করবে, কারণ ব্যয় ও বিনিয়োগের জন্য তখন মানুষের হাতে অধিক পরিমাণে খরচযোগ্য আয় থাকবে। খিলাফত শারী'আহ্ কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বিধি-বিধানের আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে, যা কোনো অভিজাত শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। ব্যবসায় পরিচালনার জন্য অভাবীদেরকে খিলাফতের বায়তুল মাল (ট্রেজারি) থেকে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করবে, যা মানুষকে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করবে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, আসন্ন খিলাফত যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক সংকট দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম, কারণ খিলাফত পুঁজিবাদের মতো সস্তা আমানত ও ঋণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মিথ্যা প্রবৃদ্ধির উপর নয়, বরং অর্থনীতিতে বিনিয়োগকৃত প্রকৃত সম্পদের শক্ত ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রকৃত প্রবৃদ্ধির উপর অধিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

*** كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ***

"যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তশালী কেবল তাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়" [সূরা আল-হাশর: ৭]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ